ডোম হিন্দু ধর্মের একটি অন্যতম নিম্ন বর্ণ। ডোমেরা মূলত মৃতদেহ পরিচর্যা, ব্যবচ্ছেদ ও সেলাই করা এবং ময়না তদন্তকাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধানের কাজে জড়িত। এরা মৃতদেহ সৎকারের কায়িক কাজও করে থাকে। বর্ণপ্রথার কারণে ‘অস্পৃশ্য’ হিসেবেই এরা চিহ্নিত। পূর্বে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে তারা দড়ি, মাদুর, পাখা, ঝুড়ি তৈরি এবং ঝাড়ুদারের কাজ করতো। এক সময় ডোম নারীরা গান-বাজনা ও অভিনয় করতো।

বাংলাদেশে বাঙালি এবং অবাঙালি- এই দুই ধরনের ডোম আছে। অবাঙালি ডোমদের ব্রিটিশ শাসনামলের মাঝামাঝিতে বিভিন্ন কাজের জন্য ভারতের উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উড়িষ্যা, কুচবিহার, রাঁচি, মাদ্রাজ ও আসামের বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা হয়। অনেকের ধারণা মধ্যযুগে ডোমরা দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলায় এসেছিল। ধারণা করা হয় যে, এরা ১৮৩৫-১৮৫০ এর দিকে ভারতের পাটনা এবং অন্ধপ্রদেশ থেকে এসেছে। চর্যাপদে ডোম শব্দের উল্লেখ আছে এবং এটা থেকে ধরে নেওয়া হয় যে, তারা এই বাংলায় বসবাস শুরু করে আর্যদেরও আগে। বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞানী এবং বাম-রাজনীতিবিদগণ ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত ও শোষিত শ্রেণীকে ‘দলিত’ অর্থাৎ নীপিড়িত বলে আখ্যায়িত করেন, কেননা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ডোমেরা উপরিশ্রেণীর সর্বনিম্নে অবস্থিত।